আজকের কাগজ

তারিখ ... 23 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1 ......

# ছাত্র রাজনীতি বনাম ছাত্র নিয়ে রাজনীতি

## আনোয়ারুল ইসলাম

ছাত্র এবং রাজনীতি (Student and politics) এ শব্দ দু'টোর মধ্যে মৌলিক এবং বিরাট ব্যবধান থাকলেও বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিশেষত ঃ বাংলাদেশে এ দু'টো যেনো পার্থক্য-দূরত্ব ঘুচিয়ে একাকার হয়ে গেছে। রাজনীতির হাত ধরে অথবা মাথায় চড়ে 'ছাত্র রাজনীতি' নামে সজোর এবং স্বতন্ত্র (!) একটি ধারা ছুটে চলেছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

ছাত্ররা রাজনীতি করবে কিনা, ছাত্ররা রাজনীতি করবে কেন, এ ধরনের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি না করে/বরং ছাত্ররা কিভাবে রাজনীতি করছে এবং করবে এ প্রশ্ন এখন অনিবার্যভাবে উত্থাপন করা যায়। অন্তত গত দেড় দশকে ছাত্র রাজনীতির যে ভয়াল এবং রক্তক্ষয়ী রূপ বিস্ফোরিত হয়েছে তাতে খোদ 'ছাত্র' নামের উজ্জ্বল অস্তিত্বটি চরম হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে হারে এবং যেভাবে ছাত্ররা রাজনীতি চালিয়ে যেতে শুরু করেছে তাতে তারা ছাত্র রাজনীতির সকল শর্ত এবং সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যে বয়সে যে সময়ে হাতে কবিতার বই কিংবা সংগীতের ক্যাসেট নিয়ে ছাত্রদের ঘুরে বেড়ানোর কথা, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে জোট এবং জুটি বেঁধে উপকারী আড্ডা দেবার কথা, সে সময়ে কেবল মিছিলে মিছিলে তাদের পৃথিবী ঘেরা। সময় নেই-অসময় নেই, ঘটনা নেই-ঘোষণা নেই, হেয়াল-খেয়াল হলেই লাগাও মিছিল, জমাও মিটিং, ঝাড়ো বক্তৃতা মারো তালি। ছাত্রদের এই অতি উৎসাহী এবং অতি সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতার পরিণতি গিয়ে ঠেকছে বন্দুকযুদ্ধ, রগকাটা আর অকল্পনীয় মৃত্যুতে। এবার প্রশ্নটা বের হয়ে আসেঃ ছাত্ররা রাজনীতি করবে তো এত ভয়ংকরভাবে সহিংস হয়ে করবে কেনো? ছাত্ররা কি আসলে নিজেরা রাজনীতি করছে? নাকি তাদেরকে দিয়ে কেউ রাজনীতি করাচ্ছে? না-কি তাদেরকে নিয়ে কেউ রাজনীতি করছে? এসব প্রশ্নও প্রথম প্রশ্নকে অবলীলায় অনুসরণ করে। এ কথা এখন দিবালোকের মত পরিষ্কার এবং প্রকাশ্য যে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র সংগঠনগুলোকে খোলাখুলিভাবে এবং বিবেকহীনভাবে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করছে। ছাত্র রাজনীতির বর্তমান দুর্নাম এবং দুরবস্থার মূল রহস্যটা কিন্তু এখানেই।

ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনা এবং মতাদর্শ থাকতেই পারে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক চেতনা বা আদর্শের পেছনে ছুটতে গিয়ে তারা তাদের আপন

**চোখের সামনে জ্বলছে আশংকার ডুম। সম্মিলিত ফুৎকারে তাকে নেভাতেই হবে। 'ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ' এ দর্শন বাণীটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ছাত্রদের হাতে 'ভবিষ্যৎ' তুলে দিতে আজ ভয় হয়। কিন্তু তবু, ছাত্রদেরকে ভবিষ্যতের ভার নিতেই যে হবে। শুধু দেশের নয়, ছাত্ররা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। শিক্ষার এবং শিক্ষাঙ্গনের স্বার্থে, জাতির সংকট এবং ক্রান্তিকালে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনীতির রাস্তায় নেমে আসবে। সত্য সংগ্রামী ছাত্র সেই জোয়ারকে কেউ রুখতে পারবে না। কিন্তু ছাত্রদের স্বার্থ এবং সম্ভাবনার দিকে বিন্দুমাত্র না তাকিয়ে কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করার তথা ছাত্রদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারো নেই, থাকতে পারে না।**

কর্মকর্তব্য, বোধ-বৈশিষ্ট্য এমন কি অস্তিত্বকেও দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে এটা কখনোই হয় না— হতে দেয়া যায় না।

বিশেষতঃ পঁচাত্তরের কথিত 'পট পরিবর্তন' এর পরবর্তী বছরগুলোতে ছাত্রদেরকে যেভাবে সর্বাত্মক সরবরাহ দিয়ে রাজনীতিতে নামানো হয়েছে তাতে জাতির আশংকার মাত্রা কেবল বেড়েই চলেছে। হাইস্কুলের মাঠ ছেড়ে কলেজে এবং কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকতে না ঢুকতেই অধিকাংশ ছাত্রকে আজ কোনো না কোনো ছাত্র সংগঠনের গরম ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হয়। যে ছাত্রসংগঠন, অবশ্যই, কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গুলি হেলনের প্রস্তুত শিকার। এবং এইভাবে, আমাদের স্বপ্নের টুকরো ছাত্ররা পরিণত হচ্ছে ক্ষমতাখোর রাজনীতির প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ারে।

ছাত্রদেরকে কাছে কোলে টেনে এত ব্যাপক এবং বেতালভাবে রাজনীতি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের রাজনৈতিক নেতা-কর্মিরা করেন বলে মনে হয় না। কিছু নেতৃত্বের কিছু ক্ষমতার এবং অনেকটা আত্মহারা অহংকারের লোভে এবং ভোগে ভয়ংকর এক মরীচিকার পেছনে ছুটছে ছাত্ররা। ছুটছে তাদের রাজনৈতিক গুরুদেরই আদেশ-ইশারায়।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস যেনো একটি সিলেবাসভুক্ত শব্দে (নাকি বিষয়ে) পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাস খালি হাতে হয় না, অস্ত্র হাতেই হয়। ওইসব অস্ত্র ছাত্রদের হাতে আসে কোথেকে? রাজনৈতিক নেতাগণ এ প্রশ্নের দায় এড়াতে পারেন না কিছুতেই। রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে ছাত্ররাজনীতির ভয়ংকর দিকটা নিয়ে শক্তিশালী সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত এখনই। ছাত্রদেরকে দলীয়করণ কিংবা অঙ্গীভূতকরণ কিংবা হাতিয়ারকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ও ঘোষণা থাকতে হবে ঃ ছাত্রদেরকে কারো শক্তি ও সন্ত্রাস উৎপাদনকারী রাজনীতির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না।

চোখের সামনে জ্বলছে আশংকার ডুম। সম্মিলিত ফুৎকারে তাকে নেভাতেই হবে। 'ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ' এ দর্শন বাণীটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ছাত্রদের হাতে 'ভবিষ্যৎ' তুলে দিতে আজ ভয় হয়। কিন্তু তবু, ছাত্রদেরকে ভবিষ্যতের ভার নিতেই যে হবে। শুধু দেশের নয়, ছাত্ররা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

শিক্ষার এবং শিক্ষাঙ্গনের স্বার্থে, জাতির সংকট এবং ক্রান্তিকালে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনীতির রাস্তায় নেমে আসবে। সত্য সংগ্রামী ছাত্র সেই জোয়ারকে কেউ রুখতে পারবে না। কিন্তু ছাত্রদের স্বার্থ এবং সম্ভাবনার দিকে বিন্দুমাত্র না তাকিয়ে কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করার তথা ছাত্রদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারো নেই, থাকতে পারে না।

**আনোয়ারুল ইসলাম ঃ কলাম লেখক।**